মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আবেদনকারীর তথ্য নিবন্ধন ও ভাতা প্রেরণের ধাপ সমূহ

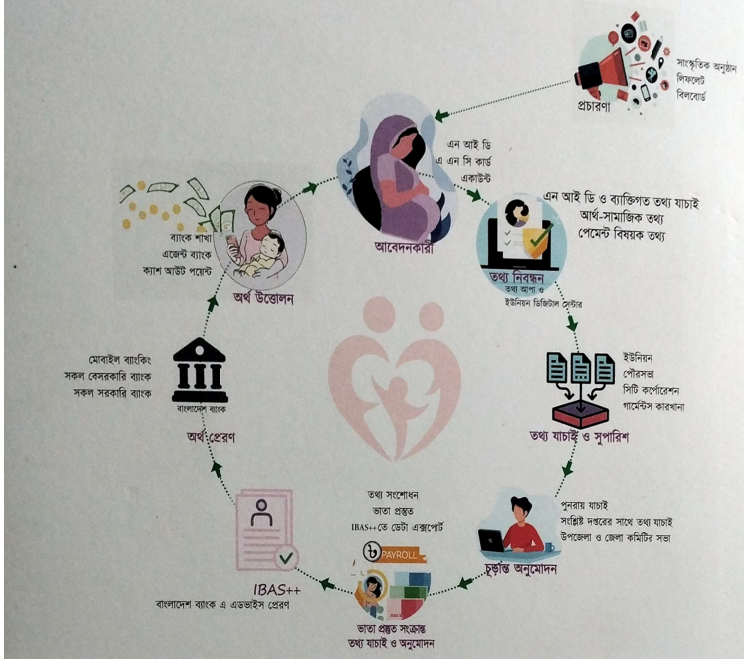

কর্মসূচি পরিচিতি: মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (Mother and Child Benefit Programme) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। কর্মসূচিটি গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং শহর এলাকার কম আয়ের কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির একটি সমন্বিত ও উন্নত সংস্করণ।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (এনএসএসএস) নির্দেশিত জীবনচক্র ভিত্তিক কাঠামোর (Life Cycle Framework) আওতায় মাতৃগর্ভ অর্থাৎ ০ থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর পুষ্টির চাহিদা, মনো-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কর্মসূচির সুবিধাদি: দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী গর্ভবতী মা শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় (সর্বোচ্চ দু'জন) সন্তানের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৩৬ মাস ৮০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। প্রতিমাসে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, যত্ন এবং শিশুর পুষ্টি, মনো-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বিষয়ে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ভাতাভোগী বাছাই ও ভাতা প্রেরণ প্রক্রিয়া: কর্মসূচির আওতায় ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ভাতাভোগীর আবেদন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ভাতা পাওয়ার উপযোগী দরিদ্র, হত দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের পরিবারের গর্ভবতী মা প্রয়োজনীয় তথ্যসহ (জাতীয় পরিচয়পত্র, গর্ভধারণ সেবা কার্ড, নিজস্ব একাউন্ট তথ্য) প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং নির্দিষ্ট গার্মেন্টস কারখানা থেকে অনলাইনে অথবা তথ্য সেবা সহকারীগণের মাধ্যমে বাড়িতে বসে আবেদন করতে পারেন।

আবেদনটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে যাচাই-বাছাই, সুপারিশ এবং চূড়ান্ত অনুমোদন হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াটি অনলাইনে একটি Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে যার ফলে ভাতাভোগী সরাসরি জিটুপি প্রক্রিয়ায় মোবাইল একাউন্ট বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে তার ভাতার অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

প্রত্যাশিত ফলাফল: কর্মসূচিটি স্বল্পমেয়াদে বিদ্যমান অপুষ্টি বিশেষতঃ কম ওজনের শিশু, খর্বকায় এবং কৃশকায় শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে এবং দীর্ঘমেয়াদে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে অবদান রাখবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচিটির মধ্য দিয়ে রূপকল্প ২০৪১ এ বর্ণিত একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগী সক্ষম ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকারকে সহায়তা করবে।

কর্মসূচির সার্বিক উদ্দেশ্য: গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন যত্ন থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ১০০০ দিনসহ ৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ।

কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

* গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নির্দেশকের (খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য, পর্যাপ্ত ক্যালরি গ্রহণ ইত্যাদি) উন্নয়ন;
* বয়সের তুলনায় কম উচ্চতার শিশু বা খর্বকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস;
* উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের শিশু বা কৃশকায় শিশুর সংখ্যা হ্রাস;
* শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা।